তারিখ 19 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি অভিযোগের স্তূপ মন্ত্রণালয়ে

অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়মে জড়িত শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি

এম এইচ রবিন ●

রাজধানীর মিরপুর বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বদরউদ্দিন হাওলাদার। তার দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে। তাকে ২০১১ সালের ২২ জুন বরখাস্ত করা হয়। তবে তিনি এখনো স্বপদে বহাল। একই সঙ্গে ৫০ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। আরেকটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ জমা পড়েছে মন্ত্রণালয়ে। প্রতিষ্ঠানটির কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোচিংবাণিজ্যে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

জানা গেছে, রাজধানীর নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে মফস্বল এলাকার স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা জড়িয়ে পড়ছেন নানাবিধ দুর্নীতিতে। অনেকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত হলেও পদ আঁকড়ে আছেন স্বপদে। কোথাও প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন প্রধান শিক্ষক। কোনো প্রতিষ্ঠানে অবৈধপন্থায় শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের অর্থ। অভিযোগ এসেছে পাবলিক পরীক্ষায় অবৈধভাবে সুবিধা

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দেওয়ার নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করার। গতানুগতিক পরীক্ষায় অতিরিক্ত ফি, কোচিংবাণিজ্য, উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাৎ, জমি দখলসহ নানা অভিযোগের স্তূপ জমেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এসব অভিযোগের বেশিরভাগই বেনামে করা।

অভিযোগের বিষয়ে অনেকে বলছেন তাদের শত্রুপক্ষ এসব অভিযোগ তুলছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন অভিযোগ যেই করুক তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অনেক অভিযোগ আমলে নেওয়ার যোগ্য। অনেক দুর্নীতি-অপরাধের তথ্য এসেছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগুলোর বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও বলা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ে অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে মিরপুর বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বদরউদ্দিন হাওলাদার জানান, তিনি কোনো অন্যায় করেননি। তার শত্রুরা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন। মন্ত্রণালয় তদন্ত করে সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেবে। তাতে কোনো আপত্তি থাকবে না তার।

মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ এসেছে, রাজধানীর মানিকনগর মডেল হাইস্কুলের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়ায় সোহান হোসেন ও ফারজানা আক্তার মনিকাকে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। এমনকি ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতেও দেয়নি। রাজধানীর ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার অতিরিক্ত ফি, মাসিক বেতন, কোচিং ফিসহ অন্যান্য ফি বাড়তি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের অভিযোগ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী শহীদ জিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও অধ্যক্ষও দুর্নীতিতে জড়িত। মতিঝিল মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সেলিনা শামসী ও গভর্নিং বডির সভাপতি আওলাদ হোসেন নানা অনিয়মে জড়িত। তেজগাঁও মডেল হাইস্কুলের এক সহকারী শিক্ষক মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিধিবহির্ভূতভাবে তাকে পদাবনতি করে রেখেছেন। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবুল হোসেন ও সহকারী অধ্যাপক আসিফ রহমান ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়াসহ একাধিক অভিযোগ করা হয়েছে আবুলের বিরুদ্ধে। রাজধানীর খিলগাঁও মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আসলামউদ্দিন স্কুলের প্রায় কোটি টাকা আত্মসাৎ, সনদ জালিয়াতির কারণে বরখাস্ত হন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তাকে দ্রুত স্কুল কোয়ার্টার ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখনো তিনি স্বপদে বহাল।

দুর্নীতি-অনিয়ম শুধু রাজধানীতেই নয়, রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার বালুদিয়াড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ এসেছে। এ স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানেও অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে। স্কুলের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করা হয়েছে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার কালিকাকেড় আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তারা স্কুলের জমিতে মার্কেট নির্মাণ ও বরাদ্দ বাবদ লাখ লাখ টাকা তুলে স্কুলের তহবিলে জমা দেননি। রাজৈর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস মরিয়ম মুজাহিদার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির আদেশ অমান্য করে আর্থিক দুর্নীতি, জালিয়াতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ করা হয়েছে। অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করা হয়েছে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার শাহজাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে। ম্যানেজিং কমিটি, প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে অনিয়ম-দুর্নীতি চলছে রংপুরের কালুপাড়া মহদীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার উদয়ন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন।

শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠন ও সদস্যদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে মন্ত্রণালয়ে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করার আবেদন করা হয়েছে। গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার রামনগর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভুয়া শাখা খুলে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে।

জাল সনদের মাধ্যমে চাকরি করছেন গাইবান্ধার উত্তর রাজিবপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুবকর সিদ্দিক। তাকে সহযোগিতার অভিযোগ করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আবদুস সালামের বিরুদ্ধে। রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার কালুপাড়া মহদীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক যোগসাজশে অবৈধভাবে সরকারি বেতনভাতা উত্তোলন করছেন।

রাজধানীর অদূরে টঙ্গীর নোয়াগাঁও এমএ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে জনবল কাঠামোর বাইরে অবৈধ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। দিনাজপুরের উত্তর লক্ষ্মীপুর স্কুল ও কলেজে অবৈধভাবে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

শুধু অনিয়ম ও দুর্নীতিই নয়, শিক্ষার পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানের সম্পদ নষ্টেরও অভিযোগ রয়েছে। বগুড়া পৌরসভার ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি একাডেমিক ভবন ভেঙে মার্কেট নির্মাণ করেছে। ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার সিংরাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের বরখাস্ত প্রধান শিক্ষক মো. আক্তার হোসেন তথ্যবিভ্রাট ও তথ্য ম্যানিপুলেশন ঘটিয়ে স্কুল পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন।

নরসিংদী বিয়াম স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির কারণে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট ও অব্যবস্থাপনা চলছে। ময়মনসিংহের সিংরাইর উচ্চ বিদ্যালয়ের বরখাস্ত প্রধান শিক্ষক মো. আক্তার হোসেন অবৈধভাবে সিলপ্যাড ব্যবহার করে স্কুল পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার আশরাফগঞ্জ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসহ মাঠের একাংশ বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকে রেখেছেন স্থানীয় বিএনপি নেতা রায়হান হাবিব। এতে করে স্কুলের প্রতিদিনের সমাবেশ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন বন্ধ।

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর আমবাড়ি হাইস্কুলের ছাত্রাবাসের জায়গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হচ্ছে। শিক্ষকরা শুধু অনিয়ম-দুর্নীতিতেই জড়াননি, অন্যের জমি দখল করতেও পিছিয়ে নেই। মাগুরা জেলার সারঙ্গদিয়া আবদুল মজিদ জোয়ার্দার দখল করেছেন জাহানারা বেগমের বসতবাড়ি– এমন অভিযোগ এনে তা রক্ষার আবেদন করেছেন। শরীয়তপুর উপজেলার জয়নগর জুলমত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীপ্রতি যথাক্রমে দুইশ ও তিনশ টাকা আদায় করার অভিযোগ করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম দিরাই উপজেলার আটিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের জেএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ভুল সেটে পরীক্ষা গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আবেদন করেছেন মন্ত্রণালয়ে।

বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার ধুনট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের পিএমপিভুক্ত উপবৃত্তি সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মাসিক বেতন আদায় করা হচ্ছে। মানিকগঞ্জ জেলার চর মধ্যনগর হাওলাদার এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি।

এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব সালমা জাহান বলেন, মাউশিতে ও শিক্ষা বোর্ডে এসব অভিযোগ করার কথা। কিন্তু তাদের কাছে অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার না পেয়েই মন্ত্রণালয়ে অভিযোগের স্তূপ জমেছে। মাউশি ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছেন তা মন্ত্রণালয়কে জানাতে বলা হয়েছে।